আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে: প্রধানমন্ত্রী

দেশে আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টির তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পাশাপাশি কৃষিজমি রক্ষা করে শিল্পায়নের দিকে জোর দিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা)গভর্নিং বডির ৭ম সভায় প্রধানমন্ত্রী একথা বলেন। তিনি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সভায় বক্তব্য রাখেন।

কৃষিজমি রক্ষা করে শিল্পায়নের পরামর্শ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর; এতে কোনো সন্দেহ নাই, সঙ্গে সঙ্গে শিল্পায়ন আমাদের প্রয়োজন। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী।

পরিবেশ রক্ষা করে শিল্পায়ন করার দিকে জোর দেন সরকার প্রধান। বলেন, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা এটাও একান্তভাবে অপরিহার্য, সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই কৃষিজমি যাতে রক্ষা পায়, কৃষিজমি রক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। পাশপাশি শিল্পায়ন করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে, ভূখণ্ডের দিক থেকে আমরা ছোট হলেও আমাদের জনসংখ্যা অনেক বেশি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এসব জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে আমাদের যেমন কৃষিজমি রক্ষা করতে হবে, আবার প্রকৃতির সঙ্গে আমরা যাতে চলতে পারি, কারণ বাংলাদেশ একটা ডেল্টা, এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে।

সূত্র- যুগান্তর

অভিযোগ গঠনের শুনানির জন্য আদালতে সাবরিনা-আরিফসহ ৮ আসামি

করোনাভাইরাস পরীক্ষায় জালিয়াতি-প্রতারণা মামলার অভিযোগ গঠন শুনানির জন্য জেকেজির চেয়ারম্যান ডা. সাবরিনা চৌধুরী, তার স্বামী ও প্রতিষ্ঠানটির সিইও আরিফুল হক চৌধুরীসহ আট আসামিকে আদালতে হাজির করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে তাদের আদালতে আনা হয়।

এরপর বেলা পৌনে ১২টার দিকে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাফুজ্জামান আনছারীর আদালতে তোলা হয়। এরপর বেলা ১২টার দিকে আদালত মামলার শুনানি দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত মূলতবি করেন।

গত ১৩ আগস্ট একই আদালতে এই মামলার অভিযোগ গঠন শুনানির দিন ধার্য ছিল। কিন্তু পরে আসামি পক্ষের সময় আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত শুনানির জন্য ২০ আগস্ট দিন ধার্য করেছিলেন।

এর আগে গত ৫ আগস্ট তাদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের পরিদর্শক লিয়াকত আলী। অভিযোগপত্রটি দেখার পর মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুলফিকার হায়াত তা বিচারের জন্য বদলির আদেশ দেন। এরপর মামলাটি ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাফুজ্জামান আনছারীর আদালতে আসে।

অভিযোগপত্রে সাবরিনা ও আরিফুলকে জালিয়াতি ও প্রতারণার মূলহোতা ও বাকি ছয়জনকে অপরাধে সহায়তাকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়। অন্য ছয় আসামি হলেন- আবু সাঈদ চৌধুরী, হুমায়ূন কবির হিমু, তানজিলা পাটোয়ারী, বিপ্লব দাস, শফিকুল ইসলাম রোমিও ও জেবুন্নেসা।

উল্লেখ্য, গত ১২ জুলাই জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের একজন চিকিৎসক ও জেকেজির চেয়ারম্যান সাবরিনাকে এই মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়। এর আগে গত ২৩ জুন করোনার ভুয়া সনদ দেওয়া, জালিয়াতি ও প্রতারণার অভিযোগে করোনার ভুয়া রিপোর্টদানকারী প্রতিষ্ঠান জেকেজি হেলথ কেয়ারের কর্ণধার আরিফুল চৌধুরীসহ ছয়জনকে গ্রেফতার করে তেজগাঁও থানা পুলিশ।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

[redacted]

[redacted]

থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত পরিসরে শুরু হচ্ছে পাসপোর্ট ইস্যুর কাজ।

বুধবার এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানায় বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদফতর। অধিদফতরের পরিচালক (পাসপোর্ট, ভিসা ও পরিদর্শন) মো. সাঈদুর রহমান মহাপরিচালকের পক্ষে আদেশে স্বাক্ষর করেন।

এতে বলা হয়, স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক সীমিত পরিসরে এমআরপি এবং ই-পাসপোর্টের এবোলমেন্ট (নতুন ও রি-ইস্যু) কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এ বিষয়ে আগের জারি করা সব আদেশ বাতিল করা হলো। আদেশটি অবিলম্বে কার্যকরের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ভূমধ্যসাগরে বছরের সবচেয়ে ভয়াবহ নৌকাডুবিতে ৪৫ জনের মৃত্যু

চলতি বছরে লিবিয়া থেকে অবৈধভাবে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার সময় সবচেয়ে ভয়াবহ নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেছে। এতে প্রাণ হারিয়েছেন পাঁচ শিশুসহ অন্তত ৪৫ জন অভিবাসী এবং শরণার্থী। গত সোমবার এই নৌকাডুবি হয় বলে বুধবার জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর এসব তথ্য জানিয়েছে। খবর বিবিসির।

জানা গেছে, ৮০ জনেরও বেশি যাত্রী নিয়ে যাওয়ার সময় ছোট ওই নৌযানটির ইঞ্জিন বিষ্ফোরিত হলে তা ডুবে যায়। এতে অন্তত ৪৫ জন প্রাণ হারান। স্থানীয় জেলে ও মৎসজীবীরা ৩৭ জনকে জীবিত উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। এখনও বেশ কয়েকজন নিখোঁজ।

ভয়াবহ ও প্রাণঘাতী ওই দুর্ঘটনার পর বুধবার যৌথ বিবৃতিতে জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা (ইউএনএইচসিআর) এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থা (আইওএম) এমন তথ্য দিয়ে উদ্ধার অভিযান জোরদার করার আহ্বান

জানিয়েছে। বলা হচ্ছে, সোমবারের ভয়াবহ ওই নৌকাডুবির যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের বেশিরভাগই আফ্রিকার দেশে সেনেগাল, মালি, শাদ এবং ঘানার বাসিন্দা।

এদিকে, ব্যাপক উদ্ধার অভিযান ছাড়া ভূমধ্যসাগরে আরও অনেকের প্রাণহানি ঘটবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, লিবিয়া থেকে ইউরোপ যাওয়ার সময় চলতি বছর ভূমধ্যসাগরে তিন শতাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। ২০১৪ সালে আইওএম হিসাব রাখার শুরুর পর গত কয়েক বছরে এই সংখ্যা ২০ হাজারের বেশি। তবে এই তথ্যের চেয়ে প্রকৃত মৃত্যুর সংখ্যাটা আরও অনেক বেশি বলেই জানাচ্ছে বিবিসি।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

পাইলটবিহীন বিমানের চতুর্থ প্রজন্মের টারবোফ্যান ইঞ্জিন তৈরি করল ইরান

প্রথমবারের মতো ইরান পাইলটবিহীন বিমান বা ড্রোনে ব্যবহার করার জন্য চতুর্থ প্রজন্মের হালকা টারবোফ্যান ইঞ্জিন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমির হাতামি বুধবার তেহরানে ইরানের সংসদের শিল্প ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির এক বৈঠকে অংশ নিয়ে একথা জানিয়েছেন।

টারবোফ্যান ইঞ্জিন বর্তমান বিশ্বের অত্যাধুনিক ড্রোনগুলোতে ব্যবহৃত হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, নিজস্ব প্রযুক্তিতে এই ইঞ্জিন তৈরির ফলে ইরানের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বিশেষ করে বিমান বাহিনীর শক্তিমত্তা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাবে।আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি চতুর্থ প্রজন্মের এই ইঞ্জিনের মোড়ক উন্মোচন করবেন বলে জানান প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

একইসঙ্গে আজ ইরানি জঙ্গিবিমান ‘কাওসার’-এর জন্য ‘ওজ’ বা ‘চূড়া’ নামের ইঞ্জিনের গণ উৎপাদনেরও উদ্বোধন করা হবে। ইরানের

প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘ওজ’ ইঞ্জিনকে বিমানে ব্যবহার করার আগের সবগুলো পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
জেনারেল হাতামি মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদিবাদী ইসরাইলের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা সম্পর্কেও কথা বলেন। তিনি বলেন, এ অঞ্চলের বহু অপরাধযজ্ঞে এই দখলদার শক্তির হাত থাকার বিষয়টি এখন স্পষ্ট।

জবরদখলকারী এই সরকার মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে অবাধে বিচরণ করার সুযোগ পেলে এ অঞ্চলের দেশগুলোর মানুষ আরো বেশি অপরাধযজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাতকতার সম্মুখীন হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, আর এজন্য দায়ী থাকবে সেসব দেশ যারা তাদের মাটিতে ইসরাইলকে অবাধে বিচরণ করার সুযোগ দিয়েছে। সূত্র : পার্সটুডে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

আগামী মাস থেকে আগের ভাড়ায় চলবে গণপরিবহন

সামাজিক দূরত্ব ও সুরক্ষা নীতির বাস্তবায়নসহ বেশকিছু শর্তে বর্ধিত ভাড়ায় গণপরিবহন চালু করেছিল সরকার। তবে এই ভাড়া আগামী ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত চলবে। এর পর থেকে আগের বা পুরাতন নিয়মে ভাড়া আদায় করবে বাস মালিকরা।

বুধবার বিআরটিএ’র প্রধান কার্যালয়ে গণপরিবহন মালিক-শ্রমিকদের সঙ্গে এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বিআরটিএর উপ-পরিচালক (ইনফোর্সমেন্ট) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আগামী ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত বাসের দুই সিটের জায়গায় সিটে একজন করে বসবে এবং আগের বর্ধিত ভাড়া বলবৎ থাকবে। ৩১শে আগস্টের পর থেকে আগের ভাড়ায় বাসে যাতায়াত করা যাবে। এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব তৈরি করে আমরা সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ে পাঠাবো। ভাড়া কমানোর প্রস্তাবের সঙ্গে দুই সিটে দুজন যাত্রী বসা, প্রত্যেকের মাস্ক পরা, গাদাগাদি করে যাত্রী না তোলাসহ কয়েকটি নির্দেশনা থাকবে।

গাদাগাদি না করে মাস্ক পরা, দুই সিটে বসবে।

এর আগে গত ৩১শে মে থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে গণপরিবহন চালুর অনুমতি দেয় সরকার।

ঈদুল আজহার আগ পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিধির বেশ ভালো প্রয়োগেই চলছিল গণপরিবহন। তবে ঈদযাত্রায় ও ঈদ-পরবর্তী থেকে স্বাস্থ্যবিধির ধার ধারছে না গণপরিবহন। অনিয়ম করে যাত্রী বেশি নেয়া হচ্ছে। আদায় করা হচ্ছে বর্ধিত ভাড়াও।

এদিকে গণপরিবহনের ভাড়া ৬০ শতাংশ বাড়িয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের জারি করা প্রজ্ঞাপন স্থগিত চেয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বিআরটিএ চেয়ারম্যানের প্রতি লিগ্যাল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। বুধবার অ্যাডভোকেট মো. আতিকুর রহমানের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মো. হাসিম উদ্দিন এই নোটিশ পাঠান। সূত্র-মানবজমিন

অচিরেই বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অস্ত্র নির্মাণ কেন্দ্রে পরিণত হবে ইরান

ইরানের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। অনেকের ধারণা বহু বছর পর এ নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে হয়তো ইরান আবারও সমরাস্ত্রের বাজারে প্রবেশ করবে এবং দেশটি অচিরেই বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অস্ত্র নির্মাণ কেন্দ্রে পরিণত হবে।

এ ব্যাপারে ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমির হাতামি জাতীয় নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক সংসদীয় কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে বলেছেন, জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রেখে এ ক্ষেত্রে উন্নয়ন অব্যাহত রাখবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। ব্যাপক হারে উৎপাদনের বছরে কৌশলগত অস্ত্র তৈরির অবকাঠামো আমাদের রয়েছে এবং অস্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে আমাদের কোনো

সমস্যা নেই এ কথা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, অর্থনীতিসহ বেসামরিক বিভিন্ন খাতে সহযোগিতা করতেও এই মন্ত্রণালয় প্রস্তুত রয়েছে।

আট বছরের পবিত্র প্রতিরক্ষা যুদ্ধ এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে শত্রুর চাপিয়ে দেয়া নিষেধাজ্ঞা ও সীমাবদ্ধতা সত্বেও ইরান প্রমাণ করেছে আত্মরক্ষায় তারা কতখানি পারদর্শী। নিজস্ব প্রযুক্তি ও সুযোগ সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিরক্ষা শিল্পে ইরান আজ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, ক্ষেপণাস্ত্র শক্তির কথা উল্লেখ করা যায় যা কিনা চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের সময় প্রয়োজনের তাগিদে ইরান এ অস্ত্র তৈরির পদক্ষেপ নিয়েছিল। বর্তমানে নিখুঁতভাবে আঘাত হানতে সক্ষম ব্যালেস্টিক ও ক্রুজসহ বিভিন্ন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করে ইরান বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

সমরবিদরা বলছেন, নতুন নতুন প্রযুক্তির ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করে ইরান এ অঞ্চলে সামরিক শক্তির ভারসাম্য নিজের অনুকূলে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে।

ইরান সম্প্রতি সফলভাবে নূর নামে সামরিক স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠাতে সক্ষম হওয়ায় ভূ-রাজনৈতিক বিষয়ক মার্কিন বিশ্লেষক অ্যান্থেনিও কার্তুলুসি বলেছেন, ইরান এমন এক অবস্থানে পৌঁছে গেছে যা বহুমেরু কেন্দ্রিক নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে।

নৌ শক্তির ক্ষেত্রেও ইরান অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ডুবো জাহাজ নির্মাণের কথা উল্লেখ করা যায় যা কিনা আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। পাইলটবিহীন বিমান বা ড্রোন প্রযুক্তিতে ইরান আঞ্চলিক পরাশক্তিতে এবং বিশ্বে চতুর্থ বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়েছে। যুদ্ধবিমানের দিক থেকেও ইরান অনেক এগিয়ে। বভার-৩৭৩, খোরদাদ-তিন, তাবাস-দুই ও সাইয়াদের মতো বিমানগুলো ইরান নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি করেছে। এ ছাড়া লেজার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায়ও ইরান হাতে গোনা কয়েকটি দেশের কাতারে শামিল হয়েছে যা কিনা তাদের সামরিক শক্তির বড় প্রমাণ।

প্রকৃতপক্ষে, নিজস্ব প্রযুক্তির সহায়তায় ইরান কৌশলগত অস্ত্র তৈরির অবকাঠামো গড়ে তুলেছে। এ কারণে ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছেন, অস্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে আমাদের কোনো সমস্যা নেই।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

নদীতীরে স্থানান্তরযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

পকূলীয় নদী ড্রেজিং করার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, চোখের সামনে বড় বড় ভবন নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এ জন্য সবজায়গায় সবকিছু তৈরি করা যাবে না। স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা—এগুলো নির্মাণের সময় সতর্ক থাকতে হবে। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এ নির্দেশনা দেন।

শেরেবাংলানগরের এনইসি সম্মে-লনকক্ষে একনেক বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে গণভবন থেকে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনা। সভা শেষে নিজ দপ্তর হতে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, নদী খননের সঙ্গে সঙ্গে খালও পরিষ্কার রাখতে হবে। ড্রেজিং গভীর করে করতে বলেছেন, যাতে করে ভাঙন কম হয়। আমাদের বন্যার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে চলতে হবে। বন্যার পানি যাতে দ্রুত নেমে যেতে পারে সেজন্য উপকূলীয় অঞ্চলের নদীগুলো ড্রেজিং করার নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি। নদীভাঙন প্রবণ এলাকায় স্কুল, কলেজ, মসজিদ-মাদ্রাসা এমন ভাবে নির্মাণ করতে হবে যাতে ভাঙন শুরু হলে এগুলো দ্রুত সরিয়ে নেওয়া যায়। মুন্সিগঞ্জে ঘড়বাড়িগুলো টিনের একতলা, দোতলা। নদীভাঙন শুরু হলে দ্রুত এগুলো স্থানান্তর করা যায়। প্রধানমন্ত্রী এ ধরনের মডেল ডেভেলপ করতে বলেছেন। যাতে করে বড় বড় ভবন নদীগর্ভে চলে না যায়।

একনেক সভায় ৩ হাজার ৪৬১ কোটি ৯৭ লাখ টাকা ব্যয় সংবলিত সাতটি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পগুলো নিয়ে আলোচনায় প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন নির্দেশনা ও অনুশাসনের বিষয়ে পরিকল্পনামন্ত্রী জানান, দেশে আর ‘স্লুইসগেট’ না করার নির্দেশনা

দেওয়া হয়েছে। কারণ এর বেশির ভাগ কাজ করছে না, সঠিক ভাবে রক্ষণাবেক্ষণও হচ্ছে না। এজন্য এগুলো নির্মাণের আগে একটি সমীক্ষা করার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

সভায় সড়ক বিভাগের প্রকল্পে ডাকবাংলো নির্মাণ না করার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধামন্ত্রী। সভায় ৫২৬ কোটি ৪২ লাখ টাকা ব্যয়ে খুলনা সড়ক জোনের আওতাধীন মহাসড়কে বিদ্যমান সরু ও ঝুঁকিপূর্ণ পুরাতন কংক্রিট সেতু/বেইলি সেতুর স্থলে কংক্রিট সেতু নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২৪টি জরাজীর্ণ কংক্রিট সেতু ও ২৫টি বেইলি সেতুর স্থলে মোট ৪৯টি নতুন কংক্রিট সেতু নির্মাণ করার লক্ষ্য রয়েছে। এই কাজের তদারকি করার জন্য প্রায় ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে পরিদর্শন বাংলো নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়।

এ বিষয়ে পরকল্পনামন্ত্রী জানান, এখন যাতায়াত ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পরিদর্শন শেষ করে ফেরা যায়। আগে সেই ব্রিটিশ আমলে যখন যাতায়াত ব্যবস্থা খারাপ ছিল, থাকার জায়গা ছিল না তখন এসব বাংলো নির্মাণ করা হতো। এ প্রকল্প হতে বাংলো নির্মাণ বাদ দিতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। তাছাড়া উন্নত সড়কে টোল আদায়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে। যাতে করে সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ এই টোলের টাকায় মেটানো যায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

একনেক সভায় ৮৪৫ কোটি ৫৩ লাখ টাকা ব্যয়ে বারৈয়ারহাট- হেঁয়াকো- রামগড় সড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পে ভারতীয় ঋণ (এলওসি) হতে ৫৮১ কোটি ২০ লাখ টাকা ব্যয়ের লক্ষ্য রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে খাগড়াছড়ির রামগড় দিয়ে ভারতের সঙ্গে যোগযোগ সহজ হবে। সভায় জানানো হয়েছে, প্রকল্পটি আগামী দুই বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন হবে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ করাসহ প্রকল্প এলাকার জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে।

সভায় অনুমোদিত অন্য প্রকল্পগুলো হলো:৫২৪ কোটি ৩৭ লাখ টাকা ব্যয়ে ‘দাউদকান্দি-গোয়ালমারী-শ্রীরায়েরচর (কুমিল্লা)-মতলব উত্তর (ছেঙ্গারচর) মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প, ৭১২ কোটি ২১ লাখ টাকা ব্যয়ে তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙন হতে পটুয়াখালী জেলাধীন বাউফল উপজেলার ধুলিয়া লঞ্চঘাট হতে বরিশাল জেলাধীন বাকেরগঞ্জ উপজেলার দুর্গাপাশা রক্ষা প্রকল্প, ৫৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প, ৬১

কোটি টাকা ব্যয়ে গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প এবং ২৬১ কোটি ৩১ লাখ টাকা ব্যয়ে ইমার্জেন্সি মালটি সেক্টর রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। রোহিঙ্গাদের সহায়তায় নেওয়া প্রকল্পটিতে ৩ লাখ ডলার অনুদান বাড়িয়েছে বিশ্বব্যাংক।

সূত্র- ইত্তেফাক

সুপ্রিম কোর্টের সব অবকাশকালীন ছুটি বাতিল

গত ৬ আগস্টের পর থেকে চলতি বছরের সুপ্রিম কোর্টের সব অবকাশকালীন ছুটি বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। মঙ্গলবার এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৬ আগস্ট অনুষ্ঠিত সব বিচারপতিদের অংশগ্রহণে ফুলকোর্ট সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের ২০২০ খ্রিস্টাব্দের বর্ষপঞ্জির ৬ আগস্ট পরবর্তী অবকাশকালীন সব ছুটি বাতিল করা হলো।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন